মাস্টার প্ল্যান মঞ্জুর না হওয়াতেই বন্যা

ঘাটালের বিপর্যয়ের জন্য কেন্দ্রের বঞ্চনাকে দায়ী করলেন সাংসদ দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল ও ডেবরার বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন এলাকার সাংসদ চিত্র অভিনেতা দেব। ঘাটালের সাংসদ দেব বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসে বলেন, রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি বারবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানিয়েছি। অভিযোগ করেছেন, বারবার সরব হওয়ার পরেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আর তার জেরে এতগুলো মানুষকে বন্যার কবলে পড়তে হয়েছে। দেবের মতোই এদিন মেদিনীপুরের দলীয় সভায় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র।

ঘাটালের সাংসদ দেব বলেন, লোকসভার গত অধিবেশনে তিনি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। আগামী বাদল অধিবেশনেও এই বিষয়ে সরব হবেন। এর পাশাপাশি কেন্দ্রের উপরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে আরও চাপ তৈরি করা যায় সেই নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে কথা বলবেন। জলবন্দি মানুষেরা যাতে সরকারি সমস্ত সহায়তা পায় সেই বিষয়ে প্রশাসনকে আরও সচেষ্টা হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন দেব। গতকাল ঝাড়গ্রামের পর আজ মেদিনীপুরেও সাম্প্রতিক বন্যা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে দুষেছেন সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র।

কেন্দ্রের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বলেন, রাজ্যসরকারের ব্যর্থতাতেই বন্যা হয়েছে। সূর্যকান্ত মিশ্রের দাবি, এর আগে জলাধার থেকে অনেক বেশি দল ছাড়া হয়েছে কিন্তু রাজ্যকে বন্যার কবলে পড়তে হয়নি। রাজ্য সরকারের প্রতি তাঁর পরামর্শ, মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। হেলিকপ্টার দিয়ে এ সমস্যা মেটানো যাবে না।

নাটদিঘিতে প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের উপর হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাটদিঘি: পঞ্চায়েত নির্বাচন আসতেই ফের উত্তপ্ত হতে শুরু করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-১ ব্লকের রাইপুর পশ্চিমবাড় পঞ্চায়েতের নাটদিঘি। শনিবার রাতে নাটদিঘির কাঁথি-বেলদা রাজ্য সড়কে রাস্তার ধারে নিজের নির্মীয়মান গোডাউনের কাজ কেমন হয়েছে দেখতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন কাঁথি-১ পঞ্চায়েত সমিতি ও রাইপুর পশ্চিমবাড় পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য তপন জানা। তাঁর উপরে লোহার রড, কাঠের বাটাম নিয়ে হামলা চালাল কয়েকজন দুষ্কৃতী। অভিযোগ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এদের মারে জ্ঞান হারালে তপন জানাকে রাস্তার ধারে ফেলে পালায় হামলাকারীরা। পরে জ্ঞান ফিরলে রক্তাক্ত অবস্থায় কোনও রকমে বাড়ি ফিরে জ্ঞান হারান এই নেতা। গুরুতর আহত তপন জানকে প্রথমে কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল ও পরে কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। রাতেই নাটদিঘিতে ছুটে আসেন স্থানীয় প্রধান শেখ শাহিদুল, জেলা যুব তৃণমূল নেতা উত্তম বারিক। রবিবার এলাকায় যান তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। জানা গেছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কাঁথি থানার পুলিশ চার তৃণমূল সমর্থক অভিজিৎ, রবি, কৃষ্ণেন্দু ও শংকরকে গ্রেফতার করেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার আলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের কোনও বিষয় নয়। পূর্ব আক্রোশ বসত তপন জানার উপরে হামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে এলাকায় টহলদারির জন্য র‍্যাফ ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে ছেলেধরা সন্দেহে মার খেলেন বাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম: পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে চলা ছেলে ধরার আতঙ্ক এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও জাঁকিয়ে বসেছে। আর তার জেরেই নিজের মেয়েকে অপহরণ করার সন্দেহের বসে মার খেতে হল খোদ বাবাকে! ছেলেধরা সন্দেহে প্রহৃত যুবক বাবাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের তেঁতুলবাড়ি এলাকায়। প্রহৃত যুবক সুমন মণ্ডল খোদাবাড়ি-১ পঞ্চায়েতের প্রধান পুষ্পরাণী মণ্ডলের ছেলে। প্রহৃত যুবক সুমন মণ্ডল জানিয়েছে, শনিবার চণ্ডীপুর থানার দিবাকরপুরে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের চার বছরের মেয়েকে নিয়ে খোদাবাড়িতে ঘরে ফিরছিলেন।

তেঁতুলবাড়ির কাছে স্কুটি মোটর বাইকের পেট্রল শেষ হয়ে যাওয়ায় গাড়ি আটকে যায়। জানিয়েছেন, স্কুটিকে রাস্তার ধারে রেখে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে চলে যাই। তারপর মেয়েকে ছেড়ে পাম্প থেকে বোতলে পেট্রল ভরে স্কুটি নিতে এসে দেখি বাইক সেখানে নেই। বলেন, কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখি একজনের বাড়ির সামনে রাখা। অভিযোগ করেছেন, কে গাড়ি সরালো জানতে যেতেই কোনও কথা না শুনেই তার উপর প্রহার শুরু হয়। চার বছরের সেই শিশু কন্যাকে কোথায় ছেড়ে এলাম, কে কে জড়িত ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়। বারবার সেই মেয়ে নিজের মেয়ে বলা সত্ত্বেও তার উপর চলে প্রহার। পরে খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এই যুবককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। খবর পেয়ে থানায় আসেন প্রহৃত যুবক সুমন মণ্ডলের মা গ্রাম প্রধান পুষ্পরাণী মণ্ডল। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজনকে পুলিশ আটক করলেও তাদের নাম বলতে রাজি হয়নি।

নিম্নচাপের সঙ্গে টানা বর্ষায় অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কায় ভুগছে মৎস্যখটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা: এমনিতেই প্রতিদিন জোয়ারের সময় জল ঢুকে আসে। এর উপর প্রাকৃতিক দুযোগের কারণে একটানা বর্ষায় সমুদ্রের জলস্তর বাড়ায় অস্তিত্ব হারানোর আশঙ্কায় ভুগছে রামনগর-২ ব্লকের দুই মৎস্য খটি নিউ জলধা ও জন কল্যাণ মৎস্য খটি। আর এই দুই মৎস্য খটি সমুদ্র গর্ভে চলে গেলে প্রায় ১০-১৫ হাজার মৎস্যজীবী তাঁদের কর্মসংস্থান হারাবেন। তাই অবিলম্বে এই দুই মৎস্যখটি সংলগ্ন সমুদ্র বাঁধকে বোল্ডার দিয়ে বাঁধাই করার দাবি জানিয়েছেন মৎস্যজীবীরা। এখনই এই কাজ না হলেও খুব তাড়াতাড়ি মৎস্যজীবীদের দাবি অনুযায়ী সমুদ্র বাঁধ বোল্ডার দিয়ে বাঁধাই করা হবে বলে জানিয়েছেন এলাকার বিধায়ক তথা দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি অখিল গিরি। একই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেচ দফতরের থেকেও। তবে সেই আশ্বাস দ্রুত রূপায়ণ না হলে সমস্যা বাড়বে বলে দাবি মৎস্যজীবী সংগঠনের।

ভৌগলিক কারণে বঙ্গোপসাগরের জলের গতি ক্রমশ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। ফলে মন্দারমণি সংলগ্ন এলাকার উপকূল ক্রমশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দাবি সমুদ্র বিশেষজ্ঞদের। আর এরফলে নিউ জলধা, জনকল্যাণ প্রমুখ মৎস্যখটি একটু একটু করে সমুদ্র গর্ভের দিকে এগিয়ে চলেছে। এলাকার অধিবাসী শেখ আখতার বলেন, সমুদ্রের সঙ্গে বালি বাঁধের দূরত্ব ক্রমশ কমছে। একটু একটু করে সমুদ্র এই এলাকা গ্রাস করলেও প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপক নেই বলেও অভিযোগ শেখ আখতারসহ এলাকার অধিবাসীদের। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মীনারায়ণ জানা অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণে মৎস্যখটি সংলগ্ন এলাকাগুলি সমুদ্র গর্ভে চলে যাচ্ছে।

অভিযোগ করেছেন, এর ফলে হাজার হাজার মৎস্যজীবী তঁদের জীবন-জীবিকা হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সেচ দফতরের আধিকারিক রঘুনাথ চক্রবর্তী। জানিয়েছেন, এই এলাকা বোল্ডার ও পাথর দিয়ে বাঁধানোর পরিকল্পনা আছে। তারজন্য বাজেট তৈরি করে শীঘ্রই জমা দেওয়া হবে সরকারের কাছে। অনুমতি পেলে কাজ দ্রুত শুরু হবে। রামনগর-২ ব্লকের বিডিও প্রীতম সাহা জানিয়েছেন, স্থানীয়দের থেকে খবর পাওয়ার পরেই ব্লক ও দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের তরফে এলাকা ঘুরে দেখা হয়েছে। সেখানে সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রামনগরের বিধায়ক তথা দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের সহ সভাপতি অখিল গিরি জানিয়েছেন, এই দুই মৎস্যখটি সংলগ্ন এলাকা একেবারে সমুদ্র লাগোয়া। বলেন, শুধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নয়, সারা বছর জোয়ারের সময় সেই এলাকায় জল ঢুকে আসে। জানিয়েছেন, সেই এলাকায় মৎস্য খটির পাশাপাশি একটা বিদ্যালয়ও আছে। অখিল গিরি বলেন, মন্দারমণি সংলগ্ন সমুদ্র বাঁধগুলি বোল্ডার ও পাথর দিয়ে বাঁধাই করার পরিকল্পনা আছে। সেই কাজ শুরু হলেই নিউ জলধা ও জনকল্যাণ মৎস্য খটির সমস্যা মিটে যাবে।

মাদুলি বিক্রির নামে ছিনতাই, গ্রেফতার ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাতমাইল: সন্তানহীন এক দম্পতিকে সন্তান পাওয়ার ভাঁওতা দিয়ে মাদুলি বিক্রি করতে বাড়িতে ঢুকে ছিনতাই করার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত শেখ সইদুল, শেখ আনসার, শেখ আপতার উদ্দিন ও শেখ ইনাহার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুরে। কাঁথি থানার পুলিশ জানিয়ছে, ধৃতরা শুক্রবার সাতমাইলে এক সন্তানহীন দম্পতির বাড়িতে যায়। সেই সময় মহিলার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। প্রতারকেরা মহিলাকে বলে তাদের দেওয়া মন্ত্রপুত মাদুলি পড়লে সন্তান হবে। সরল বিশ্বাসে মহিলা চারজনকে বাড়িতে ঢোকাতেই ছুরি দেখিয়ে তার কাছে থাকা ২৫০০ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় এই দুষ্কৃতীরা। পরে মহিলা তার স্বামীকে জানান। থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করে। শনিবার ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জাতীয় সড়কে হাতির তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা: আজ সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গড়বেতা সংলগ্ন রসকুণ্ডুতে ৬০ নং জাতীয় সড়কের ওপর। আজ বেলা দশটা নাগাদ রসকুণ্ডুর জঙ্গল থেকে হঠাৎই একটি হাতি জাতীয় সড়কের ওপর উঠে আসে। এর জেরে যান চলাচল ব্যাহত যায়। উৎসাহীরা গজরাজকে দেখতে এগিয়েও আস। হাতিটি জাতীয় সড়কে এসে সেখানে থেমে যায়। তারপর কখনও ট্রাকের ওপর অবার কখনও বাসের জানালায় শুঁড় বাড়িয়ে দেয় হাতিটি। ট্রাকের ওপরে থাকা সবজি শুঁড়ে পেচিয়ে খেতে থাকে। পরে গড়বেতারেঞ্জ থেকে বনকর্মীরা এসে বোমা ফাটিয়ে হাতিটিকে সরানোর চেষ্টা করেন। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হাতিটি তাণ্ডব চালানোর পরে জঙ্গলে প্রবেশ করে।

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাজলা: কাজলা জনকল্যাণ সমিতির ৬৭ তম বার্ষিক সাধারণসভা সমতির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। সভার সভাপতিত্ব করেন পশুপতি নন্দী। বার্ষিক সভায় বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির সম্পাদক স্বপন পণ্ডা। হিসেবের প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির মুখ্য হিসাব রক্ষক বন্দন দাস।

সমিতির বার্ষিক আয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় দশ কোটি টাকার উপর। বর্তমানে সমিতি পূর্ব মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ছয়টি মহকুমার তেইশটি ব্লকের দুইশত পঁচাত্তরটি গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি ছয়টি বিষয়ের উপরে কাজ করছে।

বিগত বছরে রূপায়িত কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঁথি মহিলা থানাকে শিশু বান্ধব করে তোলা, জেলাস্তরের শিক্ষামেলা, ঝাড়গ্রাম 'বাসভূমি' উৎসব নামক চাষি ও বাগানিদের উৎকর্ষতা প্রদর্শনের মেলা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিশুদের নিয়ে **'Action for equality'** নামক কর্মসূচি ইত্যাদি আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় আগামী বছরের পরিকল্পনা ও বাজেট গৃহীত হয়। সাধারণ সভায় প্রায় দুইশত সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করল চন্দ্রকোনা রোডের আগতি স্পোর্টিং ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনারোড: শিলাবতীর জলে বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করল চন্দ্রকোনারোডের একটি ক্লাব।

শনিবার বিকেলে ক্লাবের ১৮ জন সদস্য ও সমাজসেবী রাজীব ঘোষ বন্যাদুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চন্দ্রকোনারোড থেকে প্রায় ২ কুইন্টাল মুড়ি, ১ কুইন্টাল চিড়া, দু'টিন গুড়, বাচ্চাদের জন্য বিস্কুটের প্যাকেট, জলের বোতল, নুডলস নিয়ে একটি দল রওনা দেয়। সুপা পর্যন্ত সড়ক পথে যাওয়ার পর নৌকা করে সমস্তমালপত্র নিয়ে কুলদা, মনোহর, চাদুড় সহ প্রায় ২০টি বানভাসি এলাকায় ত্রাণ বিলি করেন বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক প্রদ্যুৎ মাসান্ত। তিনি বলেন, বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের ক্লাবের এই উদ্যোগ। ক্লাবে সদস্যরা বন্যাদুর্গতদের জন্য ত্রাণ কালেকশন করে ত্রাণ নিয়ে এসেছি।

সমাজসেবী রাজীব ঘোষ বলেন, আগতি ক্লাবের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করতে এসে খুব ভাল লাগছে। আগামী দিনেও বন্যাদুর্গতদের পাশে আমরা ক্লাব সদস্যরা প্রয়োজন আবারও ত্রাণ নিয়ে আসব। অন্যদিকে ত্রাণ পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরাও। ক্লাবের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ করে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোয় ক্লাব সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক শ্রীকান্ত মাহাত।

দিঘায় অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান খুদে ফুটবলারকে তুলে আনার উদ্যোগ নিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির ফুটবল টিম অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা। পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের অনুর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সি ক্ষুদে প্রতিভাবান ফুটবলারদের খুঁজে নিতে রবিবার দিঘা বিধানচন্দ্র ময়দানে একদিনের শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় দিঘা ঐক্যতান ক্লাবের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিদ্যালয় স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রজত বেরা, কাঁথি মহকুমা বিদ্যালয় স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্বপন দাস, তমলুক মহকুমা বিদ্যালয় স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন মাইতি, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত প্রমুখ। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাতেও বাংলা সারা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসুক। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রচেষ্টাকে আরও গতি দেবে সৌরভ গাঙ্গুলির ফুটবল টিম অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতা। স্থানীয় দিঘা ঐকতান ক্লাবকে সঙ্গে নিয়ে দুই মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাকে বাছাই করে, তাদের প্রশিক্ষণ দেবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দিঘা ঐকতান ক্লাবের সভাপতি সত্যব্রত দাস জানিয়েছেন, দুই মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০-র বেশি খুদে খেলোয়াড় এদিনের বাছাই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐক্যতান ক্লাবের সম্পাদক জানিয়েছেন বাছাই শিবিরে অংশ গ্রহণ করা সমস্ত ক্ষুদে খেলোয়াড়ের হাতে তাঁরা অ্যাটেলেটিকো ডি কলকাতার জার্সি তুলে দিয়েছেন। বাছা শিবিরে অ্যাটলেটিকো ডি কলকাতার কোচ ও অফিসিয়ালদের সঙ্গে কাঁথি মহকুমার অশোক মাইতি, শশধর পাত্র, জয়দেব বর্মন, দিলবার আলি সাহ, কৌশিক মাইতি প্রমুখ অফিসিয়াল যুক্ত হয়ে বাছাই প্রক্রিয়া চালান।

গড়বেতায় রাস্তা বাঁধাইয়ের কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা: অতিবর্ষণে গড়বেতার শিলাবতী নদীর জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল তীরবর্তী গাঙরা গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। গড়বেতার বিধায়ক আশিষ চক্রবর্তী, বিডিও বিমল শর্মা, গড়বেতা থানার ওসি হীরক বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় সেই রাস্তা বাঁধাইয়ের কাজ শুরু হল। বড়বড় শালবল্লা আর বালির বস্তা দিয়ে নদীর ভাঙা অংশ আগে মেরামত করে তারপর রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। আমলাগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শোভা বসু, গড়বেতা রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ স্বামী গৌরাঙ্গানন্দ, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বিকাশ নাগ দ্রুতগতিতে মেরামত হওয়া এই রাস্তার কাজ পরিদর্শন করে বলেন, এই রাস্তার সঙ্গে বহু গ্রামের যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। তাই জলের তোড়ে ভেঙে যাওয়া সেই রাস্তাটিকে আগে মেরামত করে দেওয়া হচ্ছে। এতে জলবন্দি মানুষদের কাছে যেতে সুবিধা হবে, কৃষিপণ্য বাজারজাত করা, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কলেজ যেতে, অন্যান্য কাজেও রাধানগর, আমলাগোড়া বা গড়বেতা এলাকায় যেতে সুবিধা হবে এলাকাবাসীর।

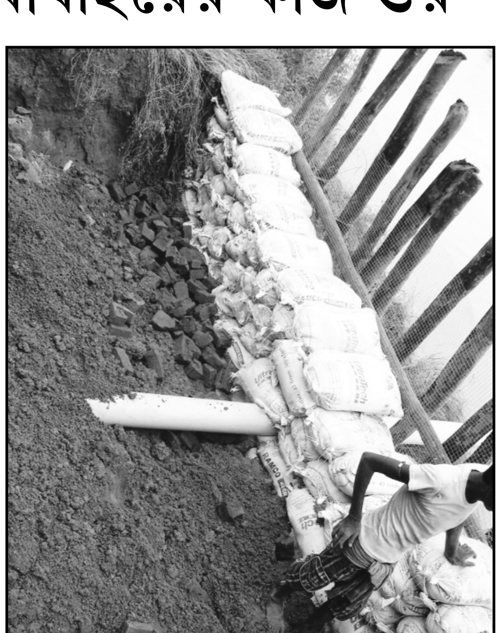

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের যোগাসন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি: রবিবার কাঁথি হাইস্কুলে সারা বাংলা স্নেহেস শুর স্মৃতি যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। জেলাস্তরের এই প্রতিযোগিতা থেকে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১৮ জনকে বেছে নেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সম্পাদিকা রীতা ভুইঞা। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়স্তরের স্বীকৃত বিচারক শরৎ চন্দ্র দাস, সুকুমার প্রধান এবং জগৎযোশী বেরা, এ ছাড়া ছিলেন দিব্যেন্দু ভুইঞা। মোট ৭১ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায়

অংশ নেয়। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের রাজ্যস্তর থেকে পরিদর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজকুমার দাস, তপতী দাস। প্রতিযোগিতায় শেষ ২০১৬ সালের বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পরিচালিত তপোবন শিশু আবাসের ৫ জন অনাথ শিশু অংশ গ্রহণ করায় তাদের সংবর্ধনা জানান রীতা ভুইঞা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম রায়, পুলক মাইতি, জয়দীপ ঘোড়াই, রাজ কুমার মাইতি, ইন্দ্রনীল নন্দ প্রমুখ।